দৈনিক খবর

তারিখ ... 05 NOV 1990
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৮

ছাত্র সংসদের অভিযোগ ঃ কলেজ কর্তৃপক্ষ নিষ্ক্রিয়

চাঁদপুর সরকারী কলেজে অন্তহীন সমস্যা ঃ ২৯টি শিক্ষকের পদ শূন্য

।। এ এ এম হেলাল উদ্দিন ।।

চাঁদপুর, ৪ঠা নভেম্বর।- ঐতিহ্যবাহী চাঁদপুর সরকারী কলেজ আজ অন্তহীন সমস্যায় ' জর্জরিত শিক্ষক কর্মচারী সংকট, অনার্স কোর্স চালু, ছাত্র-শিক্ষকদের আবাসিক সংকট, সুযোগ-সুবিধার অভাব, বাউন্ডারী দেয়াল না থাকা, যাতায়াত সমস্যা, মাঠ সংস্কার না করা, খেলাধুলার সরঞ্জামের অভাব, ইত্যাদি সমস্যার কারণে কলেজের সার্বিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে, কলেজের ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে এসব সমস্যা তুলে ধরে সমাধানে কলেজ কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করেছে।

চাঁদপুর সরকারী কলেজ প্রারম্ভিকভাবে প্রথম মহাযুদ্ধচলাকালীন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের কলা শাখা হিসেবে ১৯৪২-৪৩ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ নিয়ে গোড়াপত্তন হলেও ১৯৪৬-৪৭ শিক্ষা বর্ষ থেকে একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের অন্যতম সেরা আদর্শ পাদপীঠ হিসেবে পরিচিত ও বিবেচিত হয়ে আসছে। চাঁদপুর এবং পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের একমাত্র আদর্শ বিদ্যাপীঠ চাঁদপুর সরকারী কলেজ-এর পরও অবহেলীত ও সমস্যা জর্জরিত। ১৯৮০ সালে জাতীয়করণ করা হলেও এর উন্নয়নে কর্তৃপক্ষের অবহেলা দুঃখজনক।

কলেজটিতে ২৯টি শিক্ষক পদ ও ১১টি কর্মচারী পদ শূন্য রয়েছে। শূন্য পদগুলোর মধ্যে উপধ্যক্ষ, ক্রীড়া শিক্ষকসহ ইংরেজী, বাংলা, অংক, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যাবস্থাপনা ও আরবী বিভাগে ১টি করে , রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, প্রাণী বিদ্যা, ভূগোল ও সমাজকল্যাণ বিভাগে ২টি করে এবং ইসলামের ইতিহাসে ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ৩টি করে মোট ২৯টি পদ শূন্য দীর্ঘ দিন থেকে। এছাড়া ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পদ শূন্য রয়েছে ১১টি। এ জন্য করেমের কাজকর্ম ব্যহত হচ্ছে।

ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দের সাংবাদিক সাক্ষাৎকার

চাঁদপুর সরকারী কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি জহিরউদ্দিন বাবর ও জিএস মিজানুর রহমান মাঝিসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি সংসদ কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে কলেজের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। তারা জানান, অধ্যয়নরত প্রায় আড়াই হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১২০ জনের আবাসিক বাবস্থা রয়েছে। ফলে দূর-দূরান্ত থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যার জন্য ভয়াবহ দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অনেকে বাধ্য হয়ে টেন- বাসে দূর-দূরান্ত থেকে এসে ক্লাস করছে। সংসদ নেতৃবৃন্দ জানান, জিয়াউর রহমান ও শেরে বাংলা ছাত্রাবাস দুটিতে খাবার নিম্নমানের, পাখা নেই, আসবাবপত্র নেই, কমন রুম নেই। শেরে বাংলা ছাত্রবাসের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করা হচ্ছে না প্রচুর স্থান থাকা সত্বেও নতুন হল করা হচ্ছে না। গ্যাস সংযোগ নেই, ছাদ ছুইয়ে পানি পড়ে। জিয়াউর রহমান চাত্রবাসে বিদ্যুৎ লাইন ত্রুটিপূর্ণ, পুকুরের পানি ময়লা দূষিত। বৃষ্টি হলেই পুরাতন টিন চুইয়ে পানি পড়ে। অপর ছাত্রবাস মুসলিম হল শিক্ষকরা দখল করে নিয়েছে।

যানবাহন সংকটের কারণে প্রায়ই টেন, বাসে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে থাকে। দু'টি বাস দিলে এ সমস্যার লাঘব হতে পারে বলে সংসদের ভিপি বাবর বেপারী জানান। তিনি বলেন, সংসদ অফিস জরাজীর্ণ, যে কোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে, ক্যাফেটেরিয়ার সরকারী পারমিট না থাকায় নাস্তার ব্যবস্থা নেই। কলেজে খেলাধুলার সরঞ্জাম অপর্যাপ্ত, মাঠ সংস্কারের অভাবে খেলাধুলা করা যাচ্ছে না। নিচু হওয়ায় বৃষ্টি হলেই পানি ও কাঁদা জমে। এছাড়া লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই নেই। যাও রয়েছে অত্যন্ত পুরানো। ছাত্র সংসদের ভিপি জহির উদ্দিন বাবর ও জিএস মিজানুর রহমান মাঝিসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কতিপয় অনিয়মের অভিয়োগ করেন এবং কলেজের সার্বিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেন।

কলেজ অধ্যক্ষের বক্তব্য

চাঁদপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ মতিউর রহমান এ প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে জানান, মূলতঃ অর্থ সংকটের কারণেই ছাত্রাবাসসহ কলেজের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেয়া যাচ্ছে না। শেরেবাংলা ছাত্রাবাসের অসমাপ্ত কাজ ও বিভিন্ন সংস্কারের জন্য ২৩ লাখ ২৫ হাজার , জিয়া ছাত্রাবাস স্থানান্তর, মেরামতের জন্য ১৮ লাখ ৫০ হাজার, মহিলা হোস্টেল স্থাপনের জন্য ২৫ লাখ ৫০ হাজার, গ্রন্থগারের সরঞ্জাম, রিডিং টেবিল, বই ইত্যাদির জন্য ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন। এজন্য লেখালেখি চলছে বলে তিনি জানান। এছাড়া বাউন্ডারী দেয়াল না থাকায় গরু-ছাগল বিচরণ করছে। শেরেবাংলা ছাত্রাবাসেরও বাউন্ডারী দেয়াল প্রয়োজন। অধ্যক্ষ মতিউর রহমান জানান, প্রায় আড়াই হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক- কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যা প্রকট। শিক্ষা বাসভবন অত্যন্ত জরাজীর্ণ হওয়ায় পরিত্যক্ত মুসলিম ছাত্রবাসে কয়েকজন শিক্ষক থাকছেন। যাতায়াত সমস্যা দীর্ঘদিনের। সবকিছুর জন্যই প্রয়োজন আর্থ বরাদ্দ তিনি বলেন, শিক্ষা সংকটের কারণে লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে, শূন্যপদ পূরণে কলেজ কর্তৃপক্ষের জোর প্রচেষ্টা রয়েছে। ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দের প্রতি দুর্ব্যবহার ও হিসাবসহ বিভিন্ন অনিয়ম সম্পর্কে অধ্যক্ষ জানান, এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রতিটি হিসেবের ভাউচার, লেজার রয়েছে, যে কোন অডিটের জন্য আমি প্রস্তুত। তবে ছাত্র সংসদের টাকার কোন হিসেব দিতে আমি বাধ্য নই। যথাযথ কর্তৃপক্ষ ব্যতিত, তিনি বলেন, চাঁদপুর সরকারী কলেজের লেখাপড়ার মান কমেনি, এর ঐতিহ্য রয়েছে, আমরাও আপ্রাণ চেষ্টা করছি তা রক্ষার জন্য।

চাঁদপুরঃ সরকারী কলেজ ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ --খবর